শিলিগুড়ি-তরাইয়ের ইতিবৃত্ত

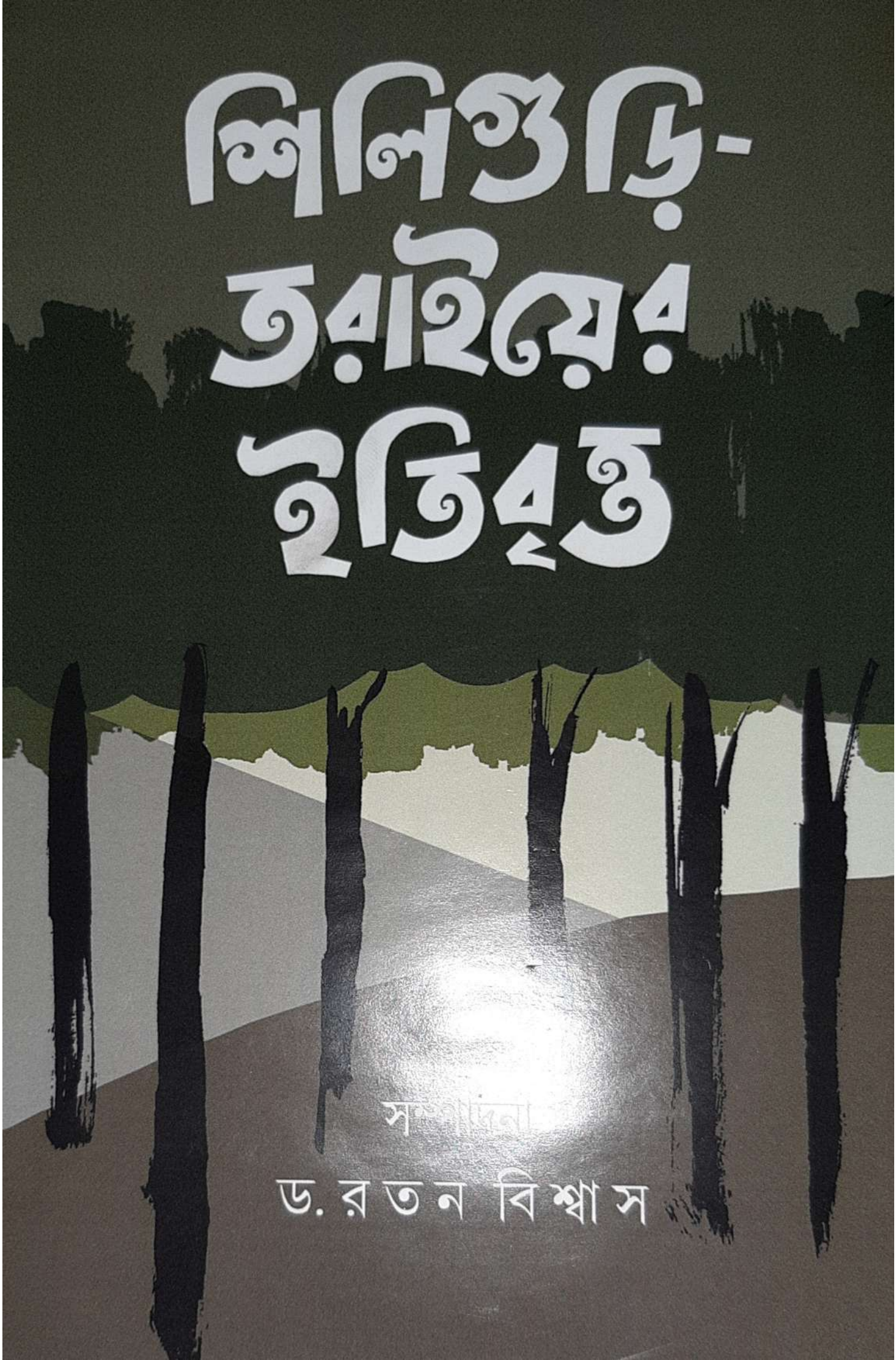

সম্পাদনা

ড. রতন বিশ্বাস

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও শিলিগুড়ি মহকুমায় উচ্চশিক্ষা

ড. তাপস চট্টোপাধ্যায়

ষাটের দশকের গোড়ায় উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় মোট চৌদ্দটি কলেজে পাঠরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল আট হাজারের মত। সংখ্যাটা কম নয় এবং তা থেকে বোঝা যায় যে উচ্চতর শিক্ষার প্রতি উত্তরাঞ্চলের জনসাধারণের আগ্রহ ও আকাঙ্খা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কলেজ গুলোর দূরত্ব, যোগাযোগের অসুবিধে ও পঠন-পাঠনের বিভিন্ন প্রয়োজন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের অসহায়তা ইত্যাদি বিষয় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দিয়েছিল। তাছাড়া স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষাগ্রহণের জন্য কলকাতায় বসবাসের আর্থিক যোগ্যতা যে সব পরিবারে থাকে তাঁদের সংখ্যা, বিশেষতঃ কৃষি ও শিল্পে অত্যন্ত অনগ্রসর এলাকায় ছিল অতি সামান্য। অতএব শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে যুক্ত বিভিন্ন মহল, ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠন ও রাজনৈতিক দল থেকে রাজ্যের উত্তরাংশের পাঁচটি জেলার জন্য একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী ক্রমশঃ জোরালো হয়ে উঠল। এই চাহিদাকে স্বীকার করে নিয়ে ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে রাজ্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় আইনের খসড়া পেশ করেন। ডাঃ রায় ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়ে উত্তরবঙ্গে উচ্চতর শিক্ষার প্রসারের পথে যাবতীয় বাঁধা বিঘ্নকে নির্মমভাবে হটিয়ে দেন। তাঁর ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন "এই অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হলে উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদের শিক্ষার সুযোগ যেমন প্রসারিত হবে, তেমনই জনসাধারণের মনঃস্তাত্বিক গঠনে এই চেতনা সঞ্চারিত হবে যে রাজ্যের মূলস্রোতের সাথে তাঁদের অভিন্ন ও নিচ্ছিদ্র যোগাযোগ রয়েছে। সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে লক্ষ্যণীয় নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন বাতাবরণ দূর হবে। তাছাড়া রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলের, যেখানে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান, ভূটান, নেপাল, সিকিম ও তিব্বতের (চীন) মতো প্রতিবেশী রাষ্ট্র রয়েছে, দ্রুত সামাজিক-অর্থনৈতিক -সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির জন্য আর কোন কালবিলম্ব না করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা উচিত।" ১৯৬১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন প্রণীত হল (Act.xxviii of 1961) যা কার্যকরী হয়েছিল ১৯৬২ সালের ১৯শে মে থেকে।

আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয় ১৯৬২ সালের ১লা জুন। ঐ দিন অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত প্রথম উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দাশগুপ্তকে